Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

রানার

রাত্রির বাঁধা উপেক্ষা করে যারা ব্রিটিশ ভারতের কোণায় কোণায় ডাক পৌঁছে দিত, সেসব ডাক-হরকরার সংগ্রামী জীবন নিয়ে লেখা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা রানার।

রানার কবিতায় একজন রানার বা ডাক হরকরার জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তৎকালীন সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য সহজ কোনো মাধ্যম ছিল না। এই কাজটি করতে হতো রানারকে। রানার গ্রাহকদের কাছে ব্যক্তিগত ও প্রয়োজনীয় চিঠি পৌঁছে দিত। রাত হোক, দুর্গম পথ হোক. দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হোক – নিরন্তর এই কাজ করতে হতো তাদের। প্রিয়জনের কাছে যথাসময়ে খবর পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী, রানারদের তাই বিশ্রাম নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এতো পরিশ্রম করার পরেও তারা পারিশ্রমিক হিসেবে সামান্য অর্থ পেত। তাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হতো না।

গ্রাহকদের চিঠি যথা সময়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য রানার দুর্বার গতিতে ছুটে চলে। এর বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তাতে তার সংসার চলে না। অথচ জীবনের বহু রাতকে সে অল্প বেতনেই বিসর্জন দিয়ে চলেছে। এজন্য রানার কবিতায় রানারের কাজকে অল্প দামে কেনার কথা বলা হয়েছে।

রানার অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিঠি আর টাকার বোঝা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। যেকোনো সময় তার জীবনে নেমে আসতে পারে বিপর্যয় । এমন ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও অতি সামান্য বেতন পায় সে। জীবনের ঝুঁকি থাকলেও এ কাজে তাদের উপার্যন হয় খুবই সামান্য। যা দিয়ে তাদের সংসারও ঠিকমতো চলে না। তাই তাদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেনা। এই সামান্য টাকাতেই সে তার জীবনের সমস্ত রাত্রি বিক্রি করে দিয়েছে। রানারের এই দীর্ঘশ্বাসকেই কবি স্পষ্টভাবে তুলে এনেছেন।

প্রশ্ন: রানার কোন কাজের দায়িত্ব নিয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্ন: ‘এ রানার দুর্বার দূর্জয় ।’ ব্যাখ্যা কর ।